কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার

আপিল সাইড

বর্তমান:

মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন

এবং

মাননীয় বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ

২০২১ সালের এফ এ ৭৯

শ্রীমতী সুস্মিতা পাল

বনাম

শ্রী দীপক পাল

আবির্ভূত;

আপিলকারীর জন্য: মিসেস মানালী বিশ্বাস, অ্যাডভোকেট

রায় : ২১.১২.২০২৩

বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন,:

হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ ধারার অধীনে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন স্ত্রী/আবেদনকারীর অনুরোধে নিষ্ঠুরতা এবং/অথবা পরিত্যাগের অভিযোগে নীচের আদালত প্রত্যাখ্যান করেছে যে স্ত্রী/আপীলকারী এই কাজটি প্রমাণ করতে খারাপভাবে ব্যর্থ হয়েছে। স্বামী / উত্তরদাতা দ্বারা তার উপর নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হয়েছে এবং কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই পরিত্যাগের কাজটি প্রমাণ করতে পারেনি।

এফএ ৭৯/২০২১

স্ত্রী/আপীলকারী উল্লিখিত রায় এবং ডিক্রিকে আক্রমণ করেছেন এবং স্ত্রী/আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শুধুমাত্র নিষ্ঠুরতা এবং বিবাহের অপ্রতিরোধ্য ভাঙ্গনের ভিত্তিতে যুক্তি সীমাবদ্ধ করেছেন।

একেবারে শুরুতেই, আমরা লিপিবদ্ধ করি যে স্ত্রী/আবেদনকারীর আবেদন খুবই কম এবং শারীরিক ও মানসিক আকারে নিষ্ঠুরতাকে সাধারণীকরণ ছাড়া নিষ্ঠুরতার ঘটনাগুলি স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করে না। ০৪.০৬.২০০২ তারিখে কার্যধারার পক্ষগুলিকে হিন্দু আচার ও রীতি অনুযায়ী বিয়ে করা হয়। যেহেতু বিয়ের পর তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসাথে থাকতে শুরু করে এবং বিয়েটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছিল যা থেকে প্রমাণিত হবে যে মেয়েটি উক্ত বিবাহিত বিবাহ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। স্ত্রীর আবেদনে বলা হয়েছে যে স্বামী/বিবাদী একজন ব্যবসায়ী কিন্তু তার উপর শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার নির্যাতন চালাতেন। যাইহোক, তিনি নীরব ছিলেন এবং এই ধরনের অত্যাচার সহ্য করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তার মেয়ে সহ ১০.০৬.২০১১ তারিখে বিবাহ গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তার পিতার বাড়িতে আশ্রয় নেন।

উল্লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে, বৈবাহিক মামলা নং ৩০৮ সাল ২০১৩ বহরমপুরে জেলা জজ, মুর্শিদাবাদের কাছে দাখিল করা হয় এবং সমন দেওয়ার পরে স্বামী হাজির হন এবং লিখিত বিবৃতি দাখিল করে উক্ত কার্যধারার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। স্বামী স্ত্রী/আবেদনকারীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি একজন ঝগড়াটে মহিলা যিনি অল্প ব্যবধানে কাপড় কেনার দাবি তোলেন এবং মোটা অংকের জোগান দেন যা স্বামী/প্রতিবাদীর পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ আয় এই ধরনের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে আরও জানানো হয়, পরবর্তীতে

ব্যবসায় মুনাফা দিতে না পারায় স্বামী/প্রতিবাদী বাধ্য হয়েছিলেন। উক্ত ব্যবসা বন্ধ করার জন্য। এটি আরও বলা হয়েছে যে একমাত্র সন্তানকে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল এবং সমস্ত ব্যয় স্বামী / উত্তরদাতা বহন করেছিলেন। স্বামী/উত্তরদাতা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন যে স্ত্রীকে ১০.০৪.২০১১ তারিখে বিবাহ গৃহ থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল কিন্তু তিনি ২০১৩ সালের মে মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিবাহ গৃহে ছিলেন এবং পরবর্তীতে কোন কারণ ছাড়াই বিবাহ গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। ছড়া এটি স্বামী / উত্তরদাতার একটি নির্দিষ্ট অবস্থান যে তিনি নিকটবর্তী এলাকায় স্ত্রী / আপীলকারী এবং সন্তানের অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তার পিতামাতার বাড়িতে বসবাস করছেন। আবেদনে আরও বলা হয়েছে যে স্বামী, প্রতিবাদী স্ত্রী/আবেদনকারীর পিতামাতার বাড়িতে গিয়ে পুনর্মিলনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি ফিরে আসতে অস্বীকার করেছিলেন।

উল্লিখিত দরখাস্তের ভিত্তিতে, পক্ষগণ বিচারে যান এবং স্ত্রী প্রথম সাক্ষী হিসাবে জবানবন্দি দেন যেখানে তিনি উক্ত আবেদনে দেওয়া বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে নেওয়া স্বামীর বক্তব্য অস্বীকার করেন। স্ত্রী/আবেদনকারীও তার মাকে দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করেছেন অভিযুক্ত হিসেবে নিষ্ঠুরতাকে সমর্থন করার জন্য। পক্ষের মেয়েও বাদী/আপীলকারীর তৃতীয় সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেন। অন্যদিকে, স্বামী প্রথম সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য যোগ করেছেন এবং স্ত্রী/আবেদনকারীর ওপর মানসিক বা শারীরিক নিষ্ঠুরতা করার কোনো সুযোগ নেই বলে তার বিরোধের সমর্থনে দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে একজন প্রতিবেশীকেও এনেছেন।

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, স্ত্রী/আপীলকারী নিষ্ঠুরতা এবং পরিত্যাগের অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ট্রায়াল কোর্ট উক্ত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

এফএ ৭৯/২০২১

একেবারে শুরুতেই, আমরা তাড়াহুড়ো করে যোগ করছি যে স্ত্রীর আবেদন বা সাক্ষ্য কোনটিই ঘটনাটি প্রকাশ করে না বা মানসিক ও শারীরিক নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করে এমন ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রকাশ করে না কারণ সমস্ত সাক্ষীরা এই যুক্তিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন যে স্ত্রী/আবেদনকারী মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল কোনো দৃষ্টান্ত প্রকাশ না করে বা শারীরিক নিষ্ঠুরতার সমর্থনে কোনো প্রামাণ্য প্রমাণ নিষ্ঠুরতা উপস্থাপন করে না ।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে হিন্দু বিবাহ আইনের অধীনে নিষ্ঠুরতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় না বা বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আরো বিশেষভাবে এর জন্য সুনির্দিষ্ট বা নির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করা যায় না। সুস্পষ্ট কারণ হচ্ছে নিষ্ঠুরতার ধারণাটি ভিন্ন এবং মূলত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলির উপর নির্ভর করে। এটি আরও একটি সামাজিক দিক যা একজন মানুষ থেকে মানুষে এমন নিষ্ঠুরতা হিসাবে স্থগিত করে যা একটি ক্ষেত্রে অনুভূত হতে পারে অন্য ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা হতে পারে না। অতএব, এটা নির্ভর করে দলগুলোর আচার-আচরণ এবং দাম্পত্য জীবনের সময় দলগুলোর আচার-আচরণ এবং গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিক্রিয়ার ওপর। কম্বল পদ্ধতিতে নিষ্ঠুরতাকে বোঝানোর যে কোনো প্রচেষ্টা আদালতের জন্য একটি নিরাপদ পথ নয়, বিশেষ করে, যখন আইনটি জারি করা হয়েছে এমন ব্যক্তিদের আচরণ, রীতিনীতি এবং জীবনযাপনের ধরন যাদের মামলা মোকাবেলা করা হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া রেন্ডার করা হয়েছে তাদের থেকে একেবারেই আলাদা।

আইনের ধারা ১৩ (১ক) শারীরিক নিষ্ঠুরতাকে মানসিক নিষ্ঠুরতা থেকে আলাদা করে না এবং সেখানে ব্যবহৃত ভাষা থেকে আইন প্রণয়নের অভিপ্রায়টি যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে নিষ্ঠুরতার উভয় রূপই সেখানে আবেদনকারীকে আগে প্রমাণিত হওয়ার পরে বিবাহ ভেঙে দেওয়ার আদালত অধিকার দিতে পারে। বিভিন্ন হাইকোর্টের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ের নিষ্ঠুরতার ধারণাকে তুলে ধরেছে

যাতে এটি আবেদনকারীর মনে তার জীবনের বিপদের সম্ভাবনা এবং নিরাপত্তার সাথে বেঁচে থাকা অসম্ভব সম্পর্কে একটি ধারণা জাগিয়ে তুলবে।

নবীন কোহলি বনাম নীলু কোহলিতে, (২০০৬) ৪ এসসিসি ৫৫৮-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, সর্বোচ্চ আদালত নিষ্ঠুরতার ধারণাটিকে একটি কোর্স বা একটি আচরণ হিসাবে বর্ণনা করেছে যা অন্যটিকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করছে এবং আরও বলেছে যে একটি সম্পর্কিত একটি মামলায় আইনের ধারা ১৩ (১) (১ক) এর অধীনে মানসিক নিষ্ঠুরতাকে অন্যের উপর প্রবর্তিত আচরণ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা এমন মানসিক যন্ত্রণা ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যা এই জাতীয় দলের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব করে তোলে অন্যদের সাথে ।

জি ভি এন তে কামেশ্বর রাও বনাম জি. জাবিলি এআইআর ২০০২ এসসি ৫৭৬-এ রিপোর্ট করেছে যে সর্বোচ্চ আদালত বলেছে যে আপীলকারী যে মানসিক নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন হয়েছিল তার জীবন, শিক্ষাগত পটভূমি, তিনি যে পরিবেশে বাস করেন তার অবস্থা বিবেচনা করে মূল্যায়ন করা উচিত। আপীলকারী পুলিশ অভিযোগের কারণে এবং এর ফলে সমাজে সুনাম ও মর্যাদা হারানোর কারণে মানসিক আঘাত পেতে পারে। "দাম্পত্য জীবনের একটি স্বাভাবিক পরিধান এবং অশ্রু হিসাবে বিবেচিত প্রতিটি ঘটনাকে একটি নিষ্ঠুরতা হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং তাই, উপস্থিত তথ্য ও পরিস্থিতিতে এর অভিযোগ বা নিষ্ঠুরতা বিবেচনা করা দেশের আদালতের একটি কঠিন কর্তব্য এবং একটি ব্যক্তিগত ধারণার প্রতি উপলব্ধি বা আবেদনকারীর সংবেদনশীলতা পরিহার করা উচিত (সাবিত্রী পান্ডে বনাম প্রেম চন্দ্র পান্ডে দেখুন) এআইআর ২০০২ এসসি ৫৯১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। অন্য পক্ষের আচরণ এবং আবেদনকারীর উপর যে আচরণ করা হয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ যা একই সাথে বসবাস করা ক্ষতিকর ও ক্ষতিকর এই বোধের বিকাশের কারণে আবেদনকারীর এক ছাদের নিচে বসবাস করা অসম্ভব করে তোলে।

এফএ ৭৯/২০২১

দরখাস্তে স্ত্রী/আবেদনকারীর দ্বারা শারীরিক নিষ্ঠুরতার কোন ঘটনা নেই এমনকি সাক্ষ্যের মধ্যেও সে এমন কোন ঘটনা প্রকাশ করতে পারেনি যে স্বামী/প্রতিবাদী তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা সত্ত্বেও তার এবং সন্তানের যত্ন নেয়নি। গলব্লাডারের রোগের চিকিৎসা এমনকি এমন একটি সময়েও যে শিশুটির জন্ম হয়েছিল। মজার বিষয় হল, জেরা-পরীক্ষায়, স্ত্রী/আবেদনকারী স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে স্বামী/উত্তরদাতা পুনর্মিলনের জন্য আগ্রহী কিন্তু কোনো পুনর্মিলন সম্ভব কিনা তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেননি। স্ত্রী/আবেদনকারীর মা সহজভাবে জবানবন্দি দেন যে, মেয়ে যখনই পিতামাতার বাড়িতে আসত তখনই বলত যে তাকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে কিন্তু সেরকম কোনো ঘটনাও প্রকাশ করতে পারেনি। স্ত্রী/আবেদনকারীর তৃতীয় সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেওয়া মেয়ে বলেছেন যে বাবা তার মাকে শারীরিক নির্যাতন করতেন এবং প্রায়ই অকথ্য ভাষা ব্যবহার করতেন। মজার বিষয় হল, মেয়ে বলে যে বাবা স্কুলের ফি দিতেন কিন্তু অনিয়মিত ছিলেন যা স্ত্রী/আবেদনকারীর বক্তব্যকে অস্বীকার করে যে স্বামী কখনই শিক্ষার খরচ যত্ন নেননি।

কন্যার প্রমাণ থেকে এমন কিছু দেখা যায় না এমনকি এমন কোনো ঘটনাও কখনো প্রকাশ পায় না যা থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে সে মানসিক নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে। অন্যদিকে, স্বামী/উত্তরদাতা তার সাক্ষ্য-প্রমাণে দাম্পত্য গাঁট পুনরুদ্ধার ও পুনরুদ্ধার করার প্রবণতা দেখিয়েছেন এবং আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে স্ত্রী/আবেদনকারী হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন সমস্ত খরচ তিনি বহন করেছেন এবং তার চিকিৎসার খরচ বহন করেছেন। দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন মেয়ে। স্বামী/উত্তরদাতা আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন

২০১৩ সালের মে মাসে কোনো কারণ ছাড়াই বাসা থেকে ছন্দপতন করে এবং সে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত।

আমাদের মতে ট্রায়াল কোর্ট সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে "মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা ছাড়াও এই ধরনের বিরোধের সমর্থনে পক্ষগুলির দ্বারা উত্পাদিত কোনও প্রমাণ নেই বা এমন কোনও প্রমাণ যোগ করা হয়নি যা স্ত্রীকে বাধ্য করেছে। নিরাপত্তাহীনতা বা কথিত নিষ্ঠুরতা অনুধাবন করে দাম্পত্য বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আবেদনকারী। এমনকি পরিত্যাগের একটি মামলাও প্রমাণিত হয়নি কারণ এটি নিষ্ঠুরতার অভিযোগের সাথে কিছুটা যুক্ত ছিল এবং তাই, নিষ্ঠুরতার মামলাটি যে মুহূর্তে পড়ে, পরিত্যাগকে একই পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ করার কারণ হল যে স্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি বিবাহের ঘর ছেড়েছিলেন কিন্তু তার উপর কথিত নির্যাতনের কারণে বাধ্য হয়েছিলেন। আইনটি গঠনমূলক পরিত্যাগকে আইনের অধীনে পরিত্যাগের একটি উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দেয় যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে এই ধরনের পরিত্যাগ করা হয় যার ফলে স্বেচ্ছা পরিত্যাগের ধারণাটি মুছে যায়।

তবে স্ত্রী/আপীলকারীর কৌঁসুলির দ্বারা একটি আকর্ষণীয় বিষয় উত্থাপিত হয়েছে যে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা পুনম ওয়াধওয়া বনাম রাজীব ওয়াধওয়া (নাট অ্যাপ এফসি সাল ২০২২) এ দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নিষ্ঠুরতার দিকে পরিচালিত করতে পারে ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে)। যদিও দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা নিষ্ঠুরতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে তবে একজনকে বুঝতে হবে কোন দৃষ্টিকোণে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ উল্লিখিত হয়েছে। এই ধারণার ভিত্তিতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে স্বামী স্নাতক এবং এক্সপোর্ট হাউসে কাজ করে

অর্থ যথেষ্ট পরিমাণ উপার্জন করে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে তিনি কাজ করছেন না এবং তার মায়ের দেওয়া অর্থের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন এবং প্রতিদিন মদ খাওয়া এবং জুয়া খেলার অভিযোগও ওঠে। বিয়ের আগে থেকেই স্ত্রী একজন কর্মজীবী মহিলা ছিলেন এবং তারপরেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত যত্নের অভাবের বেশ কয়েকটি অভিযোগও সেখানে আবেদন করা হয়েছিল। এতে স্ত্রীর দ্বারা এটিও প্রকাশ করা হয়েছিল যে বাবা আসলে একটি চার চাকার টেম্পো কেনার জন্য ভাড়ায় অর্থের ব্যবস্থা করে সুবিধা করেছিলেন যাতে স্বামী সেখান থেকে উপার্জন করতে পারে যা পরবর্তীতে নিরর্থক বলে প্রমাণিত হয়েছিল কারণ উল্লিখিত গাড়িটি ছিল। শেষ পর্যন্ত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে আসেন। এটি প্রমাণ থেকেও এসেছে যে পরবর্তীতে থ্রি-হুইলারটি লোন - কাম - হাইপোথিকেশন ভিত্তিতে কেনা হয়েছিল যা পরবর্তীতে ফেরৎ করা হয়েছিল কারণ এটি কোনও আয় করতে পারেনি। জবানবন্দিতে স্বামী বলেন, পরিবহণ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি ওই যানবাহনগুলো ব্যবহার করতে পারেননি এবং এমন প্রেক্ষাপটে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতাকে নিষ্ঠুরতার আওতায় আনা হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

একটি মামলার সিদ্ধান্ত হল তথ্যের ভিত্তিতে যা এতে জড়িত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে এমনকি মেয়ে তার জবানবন্দিতে বলেছে যে বাবা তার শিক্ষার ফি দিতেন যদিও অনিয়মিতভাবে যার অর্থ বাবা তার সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছেন। অধিকন্তু, স্বামীর কোনো আয় নেই বলে স্ত্রী কোনো ধরনের অভিযোগ নিয়ে এগিয়ে আসেননি বরং তিনি স্পষ্টভাবে দাবি করেছেন যে স্বামী একটি ব্যবসা চালাচ্ছেন এবং সেখান থেকে যথেষ্ট পরিমাণ আয় করছেন। তবে জবানবন্দিতে স্বামী

জোর দিয়েছিলেন যে তিনি ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তবুও তিনি একটি মেয়ের পড়াশোনার খরচ মেটাতে সক্ষম হন। এর বাইরে স্ত্রী আর্থিক অস্থিতিশীলতার অভিযোগে কোথাও আবেদন করেননি বা জবানবন্দি দেননি। আদালত কৌঁসুলিকে এমন একটি মামলা করার অনুমতি দেবে না যেটির জন্য আবেদন করা হয় না বা সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না এবং তাই, আমরা মনে করি না যে উপরোক্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত আইনটি স্ত্রী/আপীলকারীকে কোনো সহায়তা করতে পারে।

এখানে উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পাই না যে এটি অপ্রকৃত রায় এবং ডিক্রিতে হস্তক্ষেপের জন্য উপযুক্ত মামলা, তাই আপিলটি খারিজ করা হয়।

খরচ হিসাবে কোন আদেশ নেই।

এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা বিষয়গুলি মেনে চলা সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা হবে।

আমি রাজী ।

(বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ)

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন)

এফএ ৭৯/২০২১

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।